মুসলিম বিশ্ব ও

উসমানি খেলাফত

সাইয়িদ সুলাইমান নদবি

মুসলিম বিশ্ব ও

উসমানি খেলাফত

সাইয়িদ সুলাইমান নদবি

অনুবাদ

কামরুল হাসান নকীব

প্রকাশন

উৎসর্গ

দাদা, দাদী, নানা
ও আব্বার মাগফেরাত কামনায়

সূচি

গ্রন্থিক সংস্করণের কথা ০৭

অনুবাদকের কথা ০৯

প্রারম্ভিকা ১৫

প্রথম অধ্যায়

উসমানি খেলাফতের পূর্বে ইসলামি বিশ্বের অবস্থা ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

উসমানি খেলাফত ২৫

তৃতীয় অধ্যায়

খেলাফতে উসমানিয়া ও মুসলিম বিশ্ব ৩৫

চতুর্থ অধ্যায়

আন্দালুস ও উত্তর আফ্রিকা ৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

আরব-ভারত সাগরে সাম্রাজ্যবাদী
পর্তুগিজ দস্যুদের মোকাবেলায় উসমানিগণ ৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

রুশ অঞ্চলে মুসলিমদের
দুঃসহ ইতিহাস ও উসমানিগণ ৮৯

সপ্তম অধ্যায়

খেলাফতে উসমানিয়া এবং
খ্রিষ্টান ও মুসলিমবিশ্বের ঋণস্বীকার ১১২

গ্রন্থিক সংস্করণের কথা

বইটির প্রথম সংস্করণ অল্প কিছুদিনেই শেষ হয়ে যায়। এটা ইতিহাস সংক্রান্ত বইয়ের প্রতি পাঠকের বিপুল আগ্রহের প্রমাণ। এরপর বইটি বছরখানিক যাবত বিভিন্ন জটিলতার কারণে পুনর্মুদ্রিত হয়নি। শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে বইটির নতুন সংস্করণ নিয়ে ভাবতে শুরু করি। নতুন সংস্করণে কিছু শব্দ ও বাক্য পরিবর্তন করি। অনুবাদের মূলানুগতা ঠিক রেখে ভাবগত জড়তা দূর করা এবং ভাষিক কোমলতা বজায় রাখা বেশ শ্রমসাধ্য বিষয়।

এদিকে শ্রদ্ধেয় পুলিন বকসী ভাই উৎসাহ ও তাগাদা দিতে থাকেন। নতুন সংস্করণ বিষয়ে গ্রন্থিক প্রকাশনের কর্ণধার রাজ্জাক রুবেল ভাইয়ের সাথে কথা বলি। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্রষ্টার দয়ায় ও পাঠকদের দুআয় বইটির গ্রন্থিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করি এবারও পাঠকের সযত্ন স্পর্শে বইটি আদৃত হবে।

কামরুল হাসান নকীব
ভূঁইয়াপাড়া, ঢাকা
৩১ অক্টোবর ২০২৩

অনুবাদকের কথা

বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন ১৯২৬ সাল। উসমানি খেলাফতের পতনের দুই বছর পর। বক্ষমাণ বইটির গুরুত্ব বোঝার জন্য এই সময়টাকে বোঝা নিতান্তই জরুরি। ১৯২৪ সালে উসমানিদের পতনের পর সারা বিশ্ব উসমানিদের নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। এই আলোচনায় খুব কম সংখ্যক মানুষই উসমানিদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রতি সুবিচার ও ইনসাফ করেছে। সময়ের সামান্য ব্যবধানেই উসমানিদের দীর্ঘ সাত শত বছরের গৌরবখচিত ইতিহাস মুসলিমদের হৃদয় থেকে ম্লান হতে থাকে। নিজেদের ইতিহাসের প্রতি এই চরম অবিচার ও অন্যায় যে কোনও জাতির জন্য আত্মঘাতী ও আত্মনাশী।

বিজাতিক সাম্রাজ্যবাদী ও ক্রুসেডাররা বিভিন্ন সময়ে সুচতুরভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসের সাথে অবিচার করেছে ও অন্যায় করেছে। স্বয়ং মুসলিমরা যখন একই কাজ করতে লাগল তখন কোনও ইতিহাস সচেতন মানুষের পক্ষে নির্বিকারভাবে বসে থাকা সম্ভব নয়। ইতিহাসের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাইয়িদ সুলাইমান নদবি (রহ.) এগিয়ে এলেন। মুসলিমদেরকে ভুলে যাওয়া ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে ও উসমানিদের প্রতি মুসলিম উম্মাহর সঠিক ও শুদ্ধ অনুভূতি অটুট রাখতে তার মতো ইতিহাসবেত্তার বড়োই প্রয়োজন ছিল।

বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্ব একটি অভিভাবকশূন্য সময় পার করে। সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের দুর্দশার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়। ক্রুসেডারদের ক্ষুৎপিপাসা প্রবলতর হতে থাকে পৃথিবীজুড়ে তারা মুসলিমদের হত্যা করে বেড়ায়। মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ছোটো ছোটো প্রদেশ ও অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অনৈক্যের তুমুল তুফান মুসলিমদেরকে শত্রুর সম্মুখে তুচ্ছ খড়কুটোয় পরিণত করে। এহেন অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি মুসলিমরা।

ইতিহাসের এই করুণ মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলিম জাহানের মুক্তির জন্য এবং নতুন করে বিশ্বশাসনের জন্য এক অনন্য অভিভাবকের আবির্ভাব ঘটে। যার নাম উসমানি খেলাফত। মুসলিমদের ইতিহাসে যুক্ত হয় আরেকটি সোনালি অধ্যায়। মহা কুচক্রী ক্রুসেডারদের অন্তরে সঞ্চার হয় ত্রাস।

প্রায়শই উসমানি খেলাফতের সাথে হিন্দুস্তানের সুসম্পর্কের উদাহরণ হিসেবে হিজাজ রেলওয়ে নির্মাণে হিন্দুস্তানিদের বিরাট অংকের টাকা চাঁদা দেওয়ার কথা বলা হয় এবং আরও কয়েকটা কারণ বলা হয়। আসলে এসব খুবই গৌণ ও দুর্বল কারণ। উসমানিরা হিন্দুস্তানের প্রতি নয় শুধু, বরং সারা মুসলিম বিশ্বকে নিঃশর্তে ভালোবেসেছে। তাদের সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে ভেবেছেন। হিন্দুস্তানের উপকূলীয় অঞ্চল—যেমন গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলে আজকের পর্তুগালের পূর্বপুরুষ 'পর্তুগিজ লুটেরাগণ' মুসলিমদের ওপর যখন নির্মম গণহত্যা চালায় তখন তাদেরকে বাঁচানোর জন্য সুদূর কনস্টান্টিনোপল থেকে উসমানিরাই এগিয়ে আসে। অথচ 'আকবর দ্য গ্রেট' তখন দিল্লির মসনদে বহাল তবিয়তে ছিলেন।

এঘটনা ঘটেছে উসমানিরা ১৯ ও ২০ শতকে হিন্দুস্তান থেকে সহযোগিতা পাওয়ার বহু পূর্বে। তারা হিন্দুস্তানি মুসলিমদের

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিপুল সহায়তা করেছেন। বলা ভালো হিন্দুস্তানিরা উসমানিদের যে সামান্য সহযোগিতা ১৯ ও ২০ শতকে করেছিল তা ছিল উসমানি খেলাফতের পুরাতন ঋণ শোধবার অক্ষম প্রয়াস। বলাবাহুল্য ইতিহাসের সঠিক পাঠ অনেক সময় মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

বড়ো বড়ো ফকিহগণ উসমানিদের নিয়ে খুব উচ্চাশা পোষণ করতেন। বড়ো বড়ো অমুসলিম রাষ্ট্রনায়ক ও শিআরাও উসমানিদের সমীহ ও সম্মান করতেন। শিআরাও উসমানিদের শাসনকে 'খেলাফত' মনে করত। এসবই এই বইতে প্রামাণিকভাবে হাজির হয়েছে।

আরব থেকে অনারব পৃথিবীর যে প্রান্তেই কোনও মুসলিম অঞ্চল ক্রুসেডারদের ও খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেখানেই তারা ছুঁটে গেছেন। নিজেদের রক্ত দিয়ে সেই অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন। লেখকের জাদুকরী বর্ণনায় এসব ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তবে এমনটা আমাদের দাবি করা মোটেই উচিত হবে না যে, উসমানিরা সব দিক থেকেই সফল ও সার্থক ছিলেন। কারণ, উসমানিদের ইতিহাস মানুষের ইতিহাস। আর মানুষের ইতিহাসে সর্বাঙ্গীন সফলতা ও সার্থকতা দুস্প্রাপ্য একটি বিষয়। তাছাড়া মনে রাখা দরকার, আমরা সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী টিকে থাকা একটি খেলাফতের কথা বলছি। এই দীর্ঘ সময়কালে বহু যোগ্য ও অযোগ্য শাসকের হাতে শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, উসমানিদের সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপিয়ানদের ক্রমোন্নয়নের মোকাবিলায় সমগ্র মুসলিম

জাহানের ক্রমাবনতির দায়ভার এককভাবে উসমানিদের ওপর চাপানোর পক্ষপাতী আমরা নই। তবে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই, উসমানিরা তাদের দীর্ঘ শাসনসময়ে পররাষ্ট্র বিষয়ে খেলাফতের দায়িত্ব অনুধাবন করে ইউরোপের সঠিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারলেও খেলাফতের অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও শিক্ষা পরিবেশের উন্নয়নে ইউরোপের সঠিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। মনে রাখা কর্তব্য, সমরবিদ্যায় ও সমরপ্রযুক্তিতে উসমানিদের কিংবদন্তিতুল্য সক্ষমতা মূলত পররাষ্ট্রবিষয়ক আগ্রহজাত ছিল।

এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে খুব সামান্য। তবে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে আবুল হাসান আলি নদবি (রহ.)-এর *'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো'* নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি থেকে কিছু কথা এখানে উল্লেখ করব। আবুল হাসান আলি নদবি (রহ.) উসমানিদের সম্পর্কে এই কঠিন সত্য ও তিক্ত বাস্তবতাটি মেনে নিয়ে বিখ্যাত তুর্কি নারী গবেষক খালেদা এদিব খানমের বরাতে বলেন—

> জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে যতদিন কালামশাস্ত্রীয় দর্শনের কর্তৃত্ব ছিল, ততদিন ওলামা ও জ্ঞানী সমাজ তুরস্কে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করেছেন। সুলাইমানিয়া মাদরাসা ও মাদরাসাতুল ফাতিহ ছিল সমকালীন যাবতীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রের কেন্দ্র। কিন্তু পাশ্চাত্য যখন ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বৃত্ত ভেঙ্গে বের হয়ে এলো এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও নতুন দর্শনের ভিত্তি নির্মাণ করল, যার ফলে বিশ্বে নতুন বিপ্লব সৃষ্টি হলো তখন মুসলিম ওলামা ও জ্ঞানীসমাজ আধুনিক শিক্ষার দায়িত্ব ও আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্যপালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। তারা ভাবতেন, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি এখনো সেখানেই

> নিশ্চল আছে যেখানে ছিল খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। এই মারাত্মক ভ্রান্তিকর চিন্তা খ্রিষ্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১]

দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান মুসলিম সমাজের ব্যাপক অংশের চিন্তা ও কর্মে এমন মনোভাব বিদ্যমান। সময় পরিবর্তন হলেও অবস্থা অপরিবর্তিত।

পরিশেষে বইটির রচয়িতা সুলাইমান নদবি (রহ.) সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ভারতীয় উপমহাদেশে বিগত দুই শতকে যে অল্প কয়জন মনীষা সীরাত, ইতিহাসবিদ্যা ও জ্ঞানগবেষণায় অনন্য উচ্চতা স্পর্শ করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাদের একজন তিনি। তিনি নিকট অতীতের মুসলিম বিশ্বের এমন একজন বরেণ্য ও বিদগ্ধ গবেষক, দার্শনিক, জীবনীকার, সাহিত্যিক, সমালোচক এবং শিক্ষাবিদ, যার মতামত, পাণ্ডিত্য ও গবেষণাকর্মকে বিদ্বান মহলে সনদ হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লামা ইকবাল (রহ.) তাকে 'উস্তাদুল কুল' আখ্যা দিয়েছেন।

এমন একটি বই বাংলা ভাষায় অনন্য সংযোজন নিঃসন্দেহে। পাঠকদের প্রতি উপযুক্ত মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার নিবেদন রইল। প্রকাশক, পাঠক সংশ্লিষ্টজনদের কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা রইল।

কামরুল হাসান নকীব
০১.১২.২০২০ ইং
পূর্ববাড্ডা

---

১. ২৭৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো, অনুবাদ, মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ।

প্রারম্ভিকা

খেলাফত ও ইসলামি বিশ্বের পারস্পরিক সম্পর্কের মৌলিক কাঠামো ও আকৃতি-প্রকৃতি কী ছিল, খেলাফত বিষয়ক আমার ঐতিহাসিক রচনাবলির পাঠকগণ এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। বিশ্বাসগতভাবে ও মানসিকভাবে সবসময় এবং কার্যতভাবে অধিকাংশ সময় এমনটা ভাবা হয় যে— সমগ্র ইসলামি বিশ্বের ইমাম, হাকিম এবং প্রধান একজন ইমামে আকবার অথবা খলিফা ছিলেন। যেসব মুসলিম দেশ সরাসরি খেলাফতের অধীনে ছিলনা তারাও নিজেদেরকে খলিফার ধর্মীয় ক্ষমতাবলয়ের বাইরে মনে করতনা। সেসব দেশের বাদশাহদেরকে ততকালীন ইমাম বা খলিফার প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত মনে করা হতো। এভাবে এক বিশাল সম্মিলিত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের কাঠামো তৈরি হয়েছিল। যা ইসলামের সকল ধর্মীয় স্থান যেমন—বাইতুল মুকাদ্দাস ও হারামাইনসহ অন্যান্য স্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করত। দুনিয়ার বুকে ইসলামের মান-মর্যাদার জিম্মাদার ও রক্ষক এবং অমুসলিম দেশসমূহে বসবাসরত মুসলিমদের শেষ আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ ঠিকানা মনে করা হতো।

খেলাফতে আব্বাসিয়া যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন যথাসম্ভব এই দায়িত্বপালনে কোনও ত্রুটি হয়নি। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ইসলামি খেলাফতের ইতিহাসে এমন সময়ও এসেছে

যখন খেলাফতের কেন্দ্র ও দায়িত্ব দুর্বল হাতে ন্যস্ত ছিল। কখনো কখনো মুসলিম সুলতানদের ইতিহাসে এমন সময়ও এসেছে যখন দক্ষতা, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানের সাথে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা হয়নি।

বাগদাদে আব্বাসি খেলাফতের নামেমাত্র একটি রাজনীতিক শক্তি ছিল। তবে মিশরে আসার পর আব্বাসি খেলাফতের ক্ষমতা অনেকটা ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক খোলসে টিকে ছিল। তাই আব্বাসি খেলাফতের প্রতিনিধি ও এক্সিকিউটিভ মিশরের মামলুক বাদশাহগণ যখন শক্তিশালী ছিল তখন তাদের কৃতিত্বকে মিশরের বাইরের মানুষগণ খেলাফতের কৃতিত্ব হিসেবেই গণ্য করত। হিন্দুস্তান, ইরান, রোম, তুর্কিস্তান, প্রভৃতি দেশে খেলাফতে আব্বাসির গুণকীর্তন ও সম্মান সমীহ হাসিলের রহস্য মূলত এটাই। সেসব দেশে খুতবায় আব্বাসি খলিফাদের নাম নেওয়া হতো। এভাবেই ইসলামের মহান প্রজাতন্ত্রের এক অবকাঠামো কায়েম ছিল।